সমকাল

তারিখ ... 25 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ .....

রাজধানীর খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বেশি বেতন নিচ্ছেন!

■ সাব্বির নেওয়াজ

পদমর্যাদা ও প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি বেতন-ভাতা গ্রহণ করছেন রাজধানীর শীর্ষ খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধ্যক্ষ ও শিক্ষকরা। তারা চলতি বছর নতুন পে স্কেলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার কথা বলে নিজেদের বেতন-ভাতা বাড়িয়ে নিয়েছেন। আর এ সুযোগে বাড়িয়েছেন শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করা টিউশন ফি। বাড়তি ফি আদায়ের কারণ জানতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা রীতিমতো হতবাক হয়ে গেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বাড়তি ফি ফেরতের নির্দেশ দেওয়া হলে তারা তা পরবর্তী মাসগুলোর বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করেছেন। তবে একই সঙ্গে তারা তাদের টিউশন ফি বাড়ানোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেন।

এসব প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকের পর শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন গতকাল রোববার বিকেলে সাংবাদিকদের বলেন, বাড়তি ফি আদায়কারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে তারা তাদের প্রদেয় বেতন-ভাতার তালিকা চেয়েছিলেন। এ তালিকা হাতে পেয়ে বিস্মিত হয়েছেন তারা। দেখা গেছে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা প্রাপ্যতার চেয়ে বেশি বেতন-ভাতা নিচ্ছেন। নতুন পে স্কেলে বেতন নির্ধারণ (ফিক্সেশন) করতে গিয়ে অনেকে শতভাগ পর্যন্ত বেতন-ভাতা বাড়িয়েছেন। অথচ নতুন পে স্কেল কার্যকর করা মানেই আগের সব ভাতা বন্ধ (অফ) হয়ে যাবে। এসব শিক্ষকের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। অনেকে আগে থেকেই বেশি বেতন পাচ্ছিলেন। নতুন পে স্কেলের পর তাদেরও আবার বাড়ানো হয়েছে। নানা রকম 'দায়িত্ব-ভাতা'র নামেও তারা বাড়তি অর্থ নিচ্ছেন। পদমর্যাদা অনুসারে পে স্কেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বেতন-ভাতা নির্ধারণের (ফিক্সেশন) পর তারা (শিক্ষা মন্ত্রণালয়) টিউশন ফি পুনর্নির্ধারণের বিষয়টি চূড়ান্ত করবেন। শিক্ষা সচিব বলেন, তাদের ধারণা, এতে বর্তমানের নির্ধারিত টিউশন ফির খুব বেশি হেরফের হবে না।

চলতি বছর স্কুল ভর্তিতে নানা খাতে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগে অভিযুক্ত রাজধানীর ১২টি খ্যাতনামা স্কুলের অধ্যক্ষ ও পরিচালনা কমিটির সভাপতিকে গতকাল রোববার ডেকেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিকেল ৩টায় মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে তাদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

যে ১২টি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও সভাপতিদের ডাকা হয়েছিল সেগুলো হলো– মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল ও কলেজ, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, টিঅ্যান্ডটি উচ্চ বিদ্যালয়, ফয়জুর রহমান আইডিয়াল ইনস্টিটিউট, খিলগাঁও মডেল হাই স্কুল, লালবাগ ওয়েস্ট এন্ড হাই স্কুল, মগবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শহীদ রমিজ উদ্দিন ক্যান্টনমেন্ট স্কুল, বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বাড্ডা আলাতুন্নেছা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং শেরেবাংলা রেলওয়ে স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসাইন সাংবাদিকদের জানান, টিউশন ফি সারাদেশের জন্য একই রকম হবে না। এটি হচ্ছে গুচ্ছভিত্তিক (ক্লাস্টার)। রাজধানী ও সিটি করপোরেশন এবং মফস্বলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য আলাদা টিউশন ফি নির্ধারণ করা হবে। এতে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা চাপে পড়বেন না।

গতকালের সভায় মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) চৌধুরী মুফাদ আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি ও মাদ্রাসা) অশোক কুমার বিশ্বাস ও যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) জাহির হোসেন ভুঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।